তারিখ 18 FEB 2012
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

দৈনিক
ইত্তেফাক

চবিতে সহিংসতায় দুই যুগে নিহত ১৭ শিক্ষার্থী

একটি হত্যারও বিচার হয়নি

■ রাকেক কায়সার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুই যুগে ছাত্র রাজনীতির বলি হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে ১৭ মেধাবী শিক্ষার্থীকে। এদের মধ্যে কেউ রাজনীতি করতে এসে প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। আবার কেউবা খুন হয়েছেন রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসাবে। অথচ উচ্চশিক্ষা নিতে আসা এসব মেধাবী শিক্ষার্থী হত্যার বিচার হয়নি একটিরও।

প্রতিটি হত্যার জন্য মামলা হলেও দীর্ঘ দুই যুগেও তার কোন চার্জশিটই দাখিল করা হয়নি। এতে করে বিচার তো দূরের কথা মামলা চলে যাচ্ছে হিমাগারে।

রাজনৈতিক শক্তির কাছে এসব হত্যা মামলার বিচার পরাজিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নিহতদের পরিবারসহ আত্মীয়-স্বজনেরা।

ক্যাম্পাসসূত্রে জানা গেছে, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রলীগের চারজন, ছাত্রশিবিরের পাঁচজন, ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্র ইউনিয়নের একজন করে নেতা-কর্মী। বাকি একজন ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী। এছাড়াও নিহতের তালিকায় গত দুই বছরে সর্বশেষ যোগ হয়েছেন পাঁচ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে তিনজনকে ছাত্রলীগ-শিবির নিজেদের কর্মী বলে দাবি করছে। বাকি দুইজন ছাত্রলীগের এবং অন্যজন শিবিরের সক্রিয় কর্মী ছিল বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সূত্রে জানা যায়, শিবির সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে তৎকালীন জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা হামিদের হাতের কব্জি কেটে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার সূচনা করে। এরপর বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিহত হন অনেক শিক্ষার্থী।

শিবিরের হাতে প্রাণ হারালো যারা

২০০১ সালে শিবির ক্যাডারদের গুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগের তৎকালীন সহ-সভাপতি ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র আলী মর্তুজা।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী আমিনুল ইসলাম বকুলকে হত্যা করে শিবির।

একই বছর চারুকলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী সঞ্জয় তালাপাত্রকেও হত্যা করে শিবির।

১৯৯৪ সালের ৬ নভেম্বর শিবিরের হাতে নিহত হন লোকপ্রশাসন বিভাগের ছাত্র ও চবি ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল হুদা মুছা।

১৯৯০ সালে শিবির বিরোধী আন্দোলনে হামলা চালিয়ে তৎকালীন ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি ফারুকুজ্জামান ফারুককে হত্যা করে শিবির। ১৯৯৮ সালের আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলের কক্ষে হত্যা করা হয় ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা আইয়ুব আলীকে। একইভাবে ১৯৯৮ সালে শিবিরের গুলিতে নিহত হন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী মুসফিক। নিহত মুসফিক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহমদ নবীর ছেলে।

ছাত্রলীগের হাতে প্রাণ হারালো যারা

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের গুলিতে নিহত হন শিবির নেতা রহিমুদ্দিন ও সাথী মাহমুদুল হক।

একই বছরের মে মাসে শিবিরের দপ্তর সম্পাদক জোবায়ের হোসেনকে অগ্রণী(?) হোস্টেলের পেছনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে ছাত্রলীগ। জোবায়ের হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন।

১৯৮৮ সালে নিখোঁজ হন ভূগোল বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র শিবিরের সাথী আইনুল হক। ছাত্রলীগ নেতারা তাকে মেরে লাশ গুম করেছে এমন অভিযোগে থানায় মামলা করে শিবির। একই বছর নিহত হন পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও শিবিরের আরেক সাথী আমিনুল ইসলাম।

সন্ত্রাসী হামলায় নিহত যারা

২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে নগরীর ষোলশহর রেলস্টেশনে সন্ত্রাসীরা জবাই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে। নিহত মাসুমকে ছাত্রলীগ-শিবির তাদের নিজ কর্মী বলে দাবি করে। একই বছর ২৯ মার্চ রাতে চৌধুরীহাট স্টেশনের অদূরে রেললাইনের পাশে একইভাবে সন্ত্রাসীরা জবাই করে মার্কেটিং তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হারুন-অর-রশিদ কায়সারকে। ঐ বছরের ১৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান আসাদ।

বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক মেধাবী শিক্ষার্থীর লাশ পড়লেও গত দুই দশকে সংঘটিত ১৭ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিচার হয়নি একটিরও। এমনকি কোন হত্যা মামলার চার্জশিটও জমা পড়েনি এখনো। খুনের অভিযোগে সাজাও হয়নি কোন খুনির। অথচ প্রতিবারই খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আর এ মামলার ফাইল হাত ঘুরেছে এক কর্মকর্তা থেকে অন্য কর্মকর্তার কাছে। শেষ পর্যন্ত চলে গেছে হিমাগারে।

পুলিশের বক্তব্য

হাটহাজারী সার্কেলের এএসপি বাবুল আক্তার বলেন, "হত্যাকাণ্ডের পরে মামলা হলেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে এসব মামলার কার্যক্রম সমাপ্ত করতে পারে না পুলিশ। কারণ ক্যাম্পাসে কোন অভিযান পরিচালনা করতে গেলে আগে পিছে অনেককিছু ভাবতে হয় পুলিশকে। নিতে হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন। তাই চাইলেও পুলিশের কিছু করার থাকে না।